নীলফামারীর নতুন বাজার বস্তিতে পৌরসভার আর্থিক সহায়তায় গড়ে তোলা নিজ মুদি দোকানের সমানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মুক্তা বেগম।

মুক্তা বেগম, ঘুরে দাঁড়ানো এক নারী

জীবনের রূঢ় বাস্তবতার স্রোতে ভেসে যাওয়ার কথা থাকলেও মুক্তা বেগম ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে। সংসারে নিদারুন অভাবের কারণে মাত্র ১৪ বছর বয়সে মুক্তার বাবা তাকে বিয়ে দেন এক রিকশা চালকের সাথে। সেখানেও দারিদ্র্য পিছু ছাড়ে নি। উপরন্তু মাত্র ২ বছরের মাথায় কিশোরী মুক্তা মা হন। অভিশাপ যেন আরও জেঁকে বসে। কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার অপরাধে স্বামী তাকে তালাক দেয়। শুরু হয় জীবন যুদ্ধের অনিশ্চিত যাত্রা। কিন্তু দৃঢ়চেতা নারী মুক্তা বেগম আত্মবিশ্বাসের সাথে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার প্রত্যয় নিয়ে শুরু করে বেঁচে থাকার নতুন সংগ্রাম।

নীলফামারী পৌরসভার ইউজিআইআইপি-২ এর জেন্ডার কমিটি ও প্রাপ স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে পৌরসভায় আর্থিক সহায়তার আবেদন করলে, মেয়র মুক্তা বেগমকে ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য স্থানীয় নতুন বাজার বস্তিতে একটি মুদি দোকান করে দেন এবং দুই কিস্তিতে আট হাজার টাকা মালামাল ক্রয়ের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করেন। এই স্বল্প অনুদান নিয়েই মুক্তা বেগম যাত্রা শুরু করেন। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে একজন সফল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। বর্তমানে এ মুদি দোকান থেকে তার মাসিক আয় হয় প্রায় তিন হাজার টাকা। যা দিয়ে তিনি সংসারের খরচ ও সন্তানের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন। তার একমাত্র কন্যা সন্তানটি বর্তমানে একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। আত্মপ্রত্যয়ী মুক্তা বেগম এখন ব্যবসার পাশাপাশি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ বন্ধ এবং যৌতুক প্রথা প্রতিরোধসহ নানা সামাজিক কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

উল্লেখ্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ ধরণের উদ্যোগ ও সহায়তাকে প্রকল্প উৎসাহিত করে থাকে, যা জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে এনে নারীকে স্বাবলম্বী করে অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।